pub/opinion

দৈনিক ইনকিলাব

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন
কেন্দ্র

তারিখ ..2 9 JUL 1996 ..
পৃষ্ঠা ... 5 ... 3 ..

C53

শিক্ষাঙ্গন

নৈশকালীন শিক্ষা ব্যবস্থা

সারা দেশের শিক্ষিত মহলে বিশ্ববিদ্যালয়ে নৈশকালীন ব্যবস্থা চালু করার যে দাবি উঠেছে, বর্তমান অবস্থায় তার গুরুত্ব অপরিসীম।

আমাদের দেশে প্রতি বছর উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যে বিপুলসংখ্যক মেধাবী ছাত্র সিটের অভাবে উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসে তার সমাধানে এই দাবি যেন অন্ধকারে আশার আলো হয়ে উঠেছে।

আমাদের এই বিপুল জন-সংখ্যাধিক্যের দেশে উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রবেশের জন্য যে বিপুলসংখ্যক শিক্ষার্থী প্রতিবছর আবেদন জানায়, সে তুলনায় উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা যারপরনাই সীমাবদ্ধ। সঠিক দৃষ্টিভঙ্গির অভাবের সাথে সম্পদের অপ্রতুলতা আমাদের এই বিশাল জনগোষ্ঠীসমৃদ্ধ দেশের জন্য উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার জন্য অন্তরায় হয়ে দেখা দিয়েছে।

শিক্ষা-জীবনে যদি উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ অবাধ না হয় তবে তার প্রতিফলন অবশ্যম্ভাবীভাবে নিচের দিকে পড়তে বাধ্য। অধিকাংশ ছাত্র যখন তাদের বিকাশের পথ রুদ্ধ দেখে, তখন তার লেখা-পড়ার ব্যাপারে উৎসাহে ভাটা পড়া স্বাভাবিক। সমস্ত শিক্ষার্থীর মধ্যে শিক্ষা সম্বন্ধেই সৃষ্টি হতে পারে বিরূপ প্রতিক্রিয়া।

আমাদের দেশে প্রতি বছর লোকসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে শিক্ষার্থীদের সংখ্যা যে হারে বৃদ্ধি পেয়েছে, সে হারে প্রায় কিছুই নতুন করে গড়ে উঠে না, যা এই চাহিদার সাথে খাপ খায়।

আগে যখন কোন মতে দ্বিতীয় শ্রেণী পেয়ে মেডিক্যাল, ইঞ্জিয়ারিং কোর্সে ভর্তি হওয়া যেত। আজ সেখানে স্টারমার্ক পেয়েও টেকা দায় হয়ে পড়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে যে বিপুল চাপ পড়েছে তার কথা কারো অজানা নয়। শুধুমাত্র কয়েকজন লোকের জন্য উচ্চ শিক্ষার সুযোগ উন্মুক্ত রাখা হয়েছে। এর কারণ হিসেবে দেখানো হয়েছে সম্পদের সীমাবদ্ধতা।

বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিক্যাল কলেজ, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্যান্য উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ সমস্ত বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যদি নৈশকালীন শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা যায় তবে বর্তমানের চেয়ে দ্বিগুণ শিক্ষার্থীকে উচ্চ শিক্ষা দেয়া সম্ভব। দরিদ্র পিতা-মাতার সন্তান, যারা দূর-দূরান্ত থেকে শিক্ষা গ্রহণের জন্য উচ্চ শিক্ষার শীর্ষস্থানে সমবেত হয়েছে। নৈশকালীন শিক্ষা ব্যবস্থা তাদের আর্থিক সচ্ছলতার মস্ত বড় গ্যারান্টি হয়ে উঠতে পারে। দিনের বেলায় খণ্ডকালীন চাকরির পরে শিক্ষার সুযোগ সমস্ত দরিদ্র ছাত্রের বেঁচে থাকার জন্য হয়ে উঠতে পারে মস্ত বড় নিশ্চয়তা। আমাদের দরিদ্র জনসাধারণের জন্য তার গুরুত্ব কতটুকু সে ব্যাপারে বলাই বাহুল্য। উচ্চ শিক্ষা প্রসারের জন্য সম্পদের সীমাবদ্ধতার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ বাধা হয়ে দেখা দিতে পারে কর্তৃপক্ষের সীমাবদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গি।

বিশ্ববিদ্যালয়সহ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নৈশকালীন শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করার যে দাবি উঠেছে সে ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি খুললেই সকলের জন্য মঙ্গল।

খন্দকার শফিকুর রহমান
(খন্দকার বাড়ী)
পারদীঘুলিয়া
টাঙ্গাইল।

মাদ্রাসা শিক্ষা

পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে দেশ ও জাতির চাহিদা উপলব্ধি করতে গিয়ে সম্প্রতি বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃপক্ষ আমাদের জাতীয় ভাষা বাংলার মাধ্যমে মাদ্রাসা শিক্ষা প্রদানের জন্য বাস্তব ও দুঃসাহসিক সিদ্ধান্ত প্রণয়ন করেছেন, তার প্রতি আমাদের সমাজের সর্ব স্তরের জনগণের অভিনন্দন জানানো দরকার। এ ছাড়াও, মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড বিভিন্ন শ্রেণীর নিজস্ব বেশ কিছু বই-পুস্তক প্রকাশ করেছেন। সম্প্রতি বাংলাদেশ সরকার ও মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড সারা দেশে দুই লক্ষ নতুন এবতেদায়ী মাদ্রাসার মঞ্জুরি দিবে বলে পত্র-পত্রিকায় সংবাদ পাওয়া গেছে। এ পর্যন্ত ১৯ হাজার এবতেদায়ী মাদ্রাসাকে মঞ্জুরি প্রদান করেছে। এবতেদায়ী মাদ্রাসা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সমমান ছাড়াও দাখিলকে এসএসসি, আলিমকে এইচএসসি/উচ্চ মাধ্যমিক, ফাজিলকে স্নাতক ও কামিলকে এমএ/স্নাকোত্তর সমমানে বিবেচিত করার জন্য চূড়ান্ত ঘোষণা দিয়েছেন। বাংলাদেশে মাত্র দুইটি মাদ্রাসা সরকারীকরণ করা হয়েছে যার ফলে বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলা-উপজেলায় অবস্থিত দাখিল, আলিম, ফাজিল, কামিল মাদ্রাসাগুলো পূর্ণাঙ্গভাবে পরিচালিত হচ্ছে না। ফলে, মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যাহত হচ্ছে। মাদ্রাসা বোর্ডের প্রত্যেক উপজেলায় বোর্ড পরীক্ষা নেই; ফলে যে সকল উপজেলায় কেন্দ্র নেই সে সকল এলাকার দ্বীনি শিক্ষার্থীরা এক অবর্ণনীয় অসুবিধার বেড়াজালে আবদ্ধ হচ্ছে।

মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থার কথা ঠিকভাবে চিন্তা-ভাবনা ও দর্শন করলে দেখা যায় যে, অধিকাংশ মাদ্রাসার চেয়ার, টেবিল, বেঞ্চ ও অন্যান্য শিক্ষা সামগ্রী অপ্রতুল। এ ছাড়াও প্রায় প্রত্যেকটি মাদ্রাসাতেই কিছু না কিছু শিক্ষকের পদ শূন্য রয়েছে। প্রয়োজনীয় ও উপযুক্ত নিয়মাবলীর মাধ্যমে অনেক মাদ্রাসাই পরিচালিত হচ্ছে না।

মাদ্রাসা বোর্ডের এখনো নিজস্ব অনেক বই-পুস্তকের অভাব রয়েছে যাতে অন্য বোর্ডের বই ছাত্রদেরকে পড়তে হয়। সীমাবদ্ধ সামর্থ নিয়ে বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড যেভাবে এগিয়ে যাচ্ছে তাতে দ্বীনি শিক্ষার সুদিন আসতে বেশি সময়ের প্রয়োজন হবে।

মাদ্রাসা শিক্ষার সুযোগ ও পদ্ধতির ক্ষেত্রে সকল বৈষম্য দূর করে মাদ্রাসা শিক্ষার প্রতি অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা দরকার এবং সেই সাথে মাদ্রাসা শিক্ষাকে পূর্ণ ইসলামভিত্তিক করে গড়ে তোলা দরকার।

শামীম আজাদ (আনোয়ার)